উপার্জন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

كسب الأرزاق: رؤية إسلامية

« باللغة البنغالية »

حبيب الله محمد إقبال

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1435 - 2014

IslamHouse.com

উপার্জন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد :

অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম নিয়ামাত। এ নিয়ামাত অর্জন করার জন্য রয়েছে নানাবিধ ব্যবস্থা। বেঁচে থাকার জন্য কোনো না কোনো পর্যায়ে অর্থসম্পদের প্রয়োজন পড়ে। মানবজীবনে এটি শরীরের রক্তের সাথে তুলনাযোগ্য। জীবনকে স্বার্থক করার ক্ষেত্রে উপার্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ অনেক কিছু করতে চায়, কিন্তু উপার্জন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপার্জনের উপর নির্ভর করে ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়। এটি বাস্তব এবং খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। উপার্জন করার ক্ষেত্রে কী করণীয় রয়েছে এবং কী বর্জন করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

1. উপার্জন বলতে কী বুঝায়

উপার্জন শব্দটির সমর্থক শব্দসমূহ হচ্ছে আয়, রোজগার, কামাই, লাভ, প্রাপ্তি, সংগ্রহ, অর্জন ইত্যাদি।[1] আরবীতে **الكسب** এবং ইংরেজীতে বলা হয় Income.

পরিভাষায় উপার্জন হলো : জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা।

---

[1] . সম্পাদনা পরিষদ, *[illegible] [illegible] [illegible]* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৫ম পুনর্মুদ্রণ ২০০৩)।

3

অন্যভাবে বলা যায় যে, Income is the monetary payment received for goods or services, or from other sources, as rents or investments.[2]

2. মানবজীবনে উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা

[illegible]

জীবন ধারণ করার জন্য উপার্জনে সক্ষম প্রত্যেককে উপার্জন করতে হবে। উপার্জন ছাড়া পৃথিবীতে বসবাস করা সম্ভব নয়। উপার্জন না করে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আর তাই দেখা যায় যে সালাত শেষ হওয়ার পর উপার্জনে বের হওয়ার কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠ ﴾ [الجمعة: ١٠]

“*[illegible]*”[3]

---

[2] ২. <http://dictionary.reference.com/browse/income>, Retrieved August 25, 2012.

[3] . সূরা আল-জুমু‘আ: ৬২:১০।

4

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আল্লাহ তা ‘আলা আমাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, জীবন পরিচালনার জন্য এ পৃথিবীকে কর্মক্ষেত্র করে দিয়েছেন। সে সাথে উপার্জন করার জন্য অসংখ্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١٥ ﴾ [الملك: ١٥]

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]”[4]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিবারের সদস্য। তাই পরিবারিক দায়িত্ব পালনে তাকে উপার্জন করতে হয়। পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা রয়েছে, যা উপার্জন করে মেটাতে হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]”[5]

---

[4] . সূরা আল-মুলক: ৬৭:১৫।

[5] . সূরা আল-বাক্বারাহ: ২:২৩৩।

5

[illegible]

উপার্জন করার যোগ্যতা একটি কল্যাণকর বিষয়। এটা আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামাত। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে চিন্তা, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন, দু’টি হাত দিয়েছেন। যাতে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। অপরের নিকট হাত পাততে না হয়। উপার্জন করার মত কল্যাণকর বিষয়ে দু‘আ করার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনে,

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

‘‘[illegible]’’[6]

[illegible]

ইসলাম অপরের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালনার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»

---

[6] . সূরা আল-বাক্বারাহ: ২:২০১।

6

‘‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আগমন করবে যে , তার মুখমন্ডলে এক টুকরো গোশতও থাকবে না।’’ [7]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সা ‘দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এভাবে বলেছেন ,

«إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ»

‘‘*[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]*’’ [8]

3. উপার্জনের প্রকারভেদ

আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের খাদেম করেছেন। মানুষ নির্দেশিত পথে তা থেকে উপার্জন বা সম্পদ আহরণ করবে। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যা কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

---

[7] . ইমাম বুখারী , *[illegible]*, খ- ২, হাদীস নং ১৪৭৪।

[8] . ইমাম বুখারী , *[illegible]*, খ- ১, হাদীস নং ৫২।

7

«الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَــرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَــبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِـيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَــبَّهَاتِ اسْــتَبْرَأَ لِدِينِــهِ وَعِرْضِــهِ، وَمَنْ وَقَــعَ فِي الشُّــبُهَاتِ: كَــرَاعٍ يَــرْعَى حَــوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ»

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦﴾ [المائدة: ٦]

‘‘আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিআমত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।[10]

[illegible]

[illegible]

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বান্দাহ যেসব ইবাদাত করে থাকে হালাল উপার্জন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥٓۖ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ١٧﴾ [العنكبوت: ١٧]

‘‘[illegible]’’[11]

[illegible]

---

[10] . সূরা আল-মায়িদাহ : ৬:৬।

[11] . সূরা আল-‘আনকাবূত: ২৯:১৭।

9

[illegible]

«لَا تَـزُولُ قَـدَمُ ابْنِ آدَمَ يَـوْمَ القِيَامَـةِ مِنْ عِنْـدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَـبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ»

‘‘[illegible] ١. [illegible] ٢. [illegible] ٣. [illegible] ٤. [illegible] ٥. [illegible]’’[12]

٥. [illegible]

[illegible]

[12] . [illegible], *[illegible]*, ٥- ٥, [illegible]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51]ـ وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]ـ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟»

‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মু’মিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসূলগণের।’’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘‘হে ইমানদারগণ তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি।’’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধুসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছে, হে আমার রব, হে আমার রব অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে।

11

সুতরাং তার প্রার্থনা কীভাবে কবুল হবে?।’’[13]

[illegible]

হালাল উপার্জন করার জন্য প্রয়োজনে বিদেশেও যেতে হতে পারে। সেজন্য এটিকে কুরআন মাজীদে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সাথে হালাল উপার্জনকে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]

‘‘আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে।’’[14]

[illegible]

আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে এ দুনিয়াতে হালাল উপার্জন করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। সেজন্য উপার্জন করতে বৈধভাবে চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অন্য কিছু করা আখেরাত বিমুখতা নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧﴾

---

[13] . ইমাম মুসলিম, [illegible], খ- ৩, পৃ. ৮৫, হাদীস নং ২৩৯৩।

[14] . সূরা আল-মুযযাম্মিল: ৭৩:২০।

12

[القصص: ٧٧]

''[illegible]''[15]

[illegible]

মানুষের দু'টি জীবন রয়েছে, একটি দুনিয়ায়, অপরটি আখেরাতে। অতএব হালাল পন্থায় উপার্জনকারী দুনিয়াতে কখনও সমস্যায় থাকলেও আখেরাতে জান্নাতে যাবে। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ»

''যে ব্যক্তি হালাল উপার্জিত খাবার খায় ও সুন্নাতের উপর আমল করে এবং মানুষ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে''।[16]

---

[15] . সূরা আল-ক্বাছাছ : ২৮:৭৭।

[16] . ইমাম তিরমীযি, *[illegible]*, খ- ৪,পৃ. ৬৬৯, হাদীস নং ২৫২০, হাকিম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, আলবানীর মতে দায়ীফ।

13

2. [illegible]

[illegible] «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الـــــدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة»

‘‘[illegible]’’[17]

3.2. [illegible]

[illegible]

[17]. [illegible], *[illegible]*, [illegible]- [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible]: [illegible]

[illegible]

ب. [illegible]

[illegible]

﴿ فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ٢٤ أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا ٢٥ ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا ٢٦ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧ وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ٢٨ وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ٢٩ وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا ٣٠ وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا ٣١ مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ٣٢ ﴾ [عبس: ٢٤، ٣٢]

‘‘[illegible]-[illegible] [illegible]، [illegible]، [illegible]-[illegible]، [illegible]-[illegible]، [illegible]، [illegible]، [illegible]، [illegible]-[illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]’’[18]

[18] . [illegible] ‘[illegible]: [illegible]-[illegible]

রেখেছেন, তার সদ্ব্যবহারের জন্য শিল্পোন্নয়ন জরুরী। শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি করা যায় না। শিল্পকর্মের প্রতি পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ ٨٠﴾ [الانبياء: ٨٠]

‘‘[illegible]’’[19] সোলাইমান (আ.)-এর উঁচু উঁচু প্রাসাদ, বড় বড় পানি সঞ্চয় পাত্র এবং নূহ (আ.) এর নৌকা তৈরি বর্ণনা পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ নবীই শিল্পকাজে জড়িত ছিলেন। যাকারিয়্যাহ আলাইহিস সালাম ছিলেন কাঠমিস্ত্রি তাও আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি।

[illegible]. [illegible]

ব্যবসা-বাণিজ্য একটি সম্মানজনক পেশা। জীবিকা অর্জনের এটি একটি অন্যতম উপায়। যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ রয়েছে তারা এই পেশা অবলম্বন করে। যে জনপদের উপর আল্লাহ তা‘আলার রহমত রয়েছে যে জনপদে ব্যবসা-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[19] . সূরা আল-আম্বিয়া : ৮০।

17

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

''[illegible]''[20]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[20] . [illegible]: [illegible]

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে ,

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

‘‘আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কি আমাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিবেন না ! একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত আমার কাঁধের উপর রেখে বললেন, হে আবু যার ! তুমি বড় দুর্বল ব্যক্তি। আর এ পদ হচ্ছে কঠিন আমানতের ব্যাপার। কিয়ামতের দিন তা -ই হবে লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণ , তবে যে লোক এ দায়িত্বপূর্ণ যোগ্যতার সাথে সে দায়িত্ব গহণ করে এবং দক্ষতা ও সততার সাথে যথাযথভাবে তা পালন করবে তার বেলায় নয়। [21]

চাকরির ক্ষেত্রে ইসলামী আইন হচ্ছে উপযুক্ততা ও পরোপকারিতা। চাকুরিজীবিগণ স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করবে এবং পরোপকারের মাধ্যমে আল্লাহ তা ‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

3.3. [illegible]

---

[21] . ইমাম মুসলিম , *[illegible]*, খ- ৬, পৃ . ৬, হাদিস নং ৪৮২৩।

19

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’’[23]

সুতরাং শুধুমাত্র হালাল হলেই চলবে না ; বরং তা অবশ্যই তাইয়্যিব (পবিত্র ও উত্তম) হতে হবে। এখানে তাইয়্যিব বলতে ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত ইত্যাদি উদ্দেশ্য। এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা মূলগতভাবেই নির্ভেজাল , খাটি ও পবিত্র। অবশ্য অধিকাংশ মুফাসসিরগণ আয়াতে হালাল শব্দ দ্বারা ‘মূলগত বৈধতা ’ এবং ‘তাইয়্যিব ’ দ্বারা পদ্ধতিগত বৈধতার অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ দু ’শব্দ দিয়ে দু ’টি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় উপায় ও মাধ্যমটি অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। কেননা যাবতীয় অবৈধ উপায় ও পন্থায় অর্থসম্পদ উপার্জন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ে মুমিনগণকে সর্তক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ﴾ [النساء: ٢٩]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

---

[23] . সূরা আল-মায়িদাহ : ৫:৮৮।

21

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’’[24]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বেশি বা কম উপার্জন করার মধ্যে আল্লাহ
পরীক্ষা করে থাকেন। এ বিষয়ে কুরআনে বলা
হয়েছে ,

﴿ فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ
فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ ١٥ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ
رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ ١٦ ﴾ [الفجر: ١٥، ١٦]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’[illegible]’’[25]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অনেক সময় উপার্জন করতে করতে আল্লাহর কথা
স্মরণ থাকে না। আল্লাহর ইবাদাতের কথা ভুলে
যায়। এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ
তা ‘আলা বলেন,

---

[24] . সূরা আন-নিসা : ৪:২৯।

[25] . সূরা আল-ফজর: ৮৯:১৪-১৫।

22

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩ ﴾ [المنافقون: ٩]

"لا تجعلوا أموالكم وأولادكم تشغلكم عن طاعة الله وعبادته، فمن فعل ذلك فقد خسر خسارة عظيمة لأنه آثر الفاني على الباقي"[26]

ب. أن يكون الولد سببا في دخول الجنة بعد الموت

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يموت لأحد ثلاثة من الولد، فتمسه النار إلا تحلة القسم»،

﴿ وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ٣٧ ﴾ [سبا: ٣٧]

*"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، وتحلة القسم هي قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها)، فيرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فمنهم من يرد النار كالبرق، ومنهم من يرد النار كالريح، ومنهم من يرد النار كالطير، ومنهم من يرد النار كأجود الخيل والركاب، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على قدميه، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على قدميه، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على قدميه، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على قدميه، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على يديه، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على يديه، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على يديه، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على يديه، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على ركبتيه، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على ركبتيه، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على ركبتيه، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على ركبتيه، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على بطنه، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على بطنه، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على بطنه، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على بطنه، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على ظهره، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على ظهره، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على ظهره، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على ظهره، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على رأسه، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على رأسه، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على رأسه، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على رأسه، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على عقبيه، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على عقبيه، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على عقبيه، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على عقبيه، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على أصابعه، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على أصابعه، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على أصابعه، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على أصابعه، ومنهم من يرد النار كالرجل يمشي على أطراف أصابعه، ومنهم من يرد النار كالرجل يسعى على أطراف أصابعه، ومنهم من يرد النار كالرجل يحبو على أطراف أصابعه، ومنهم من يرد النار كالرجل يزحف على أطراف

[illegible]

«لا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ أَخَذِ الْحَلالِ، وَتَرَكِ الْحَرَامِ»

‘[illegible]’[28]

3.4. [illegible]

أ. [illegible]

[illegible]

[28] . [illegible], *[illegible]*، ج- ٢، ص. ٥٥، [illegible]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

‘‘আবু সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবীগণ, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে থাকবে।”[29]

[illegible]. [illegible]

আমানতদারিতা এমন একটি গুণ যা হালাল উপার্জন করার জন্য অপরিহার্য। আমানতদারিতা না থাকলে উপার্জন হালাল হবে না। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]

‘‘[illegible]’’[30]

[illegible]. [illegible]

চাকরি বা ব্যবসায় যেসব ওয়াদা করা হবে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। ওয়াদা পালন করে

---

[29] . ইমাম তিরমিযী, *[illegible]*, খ- ২, পৃ. ৫০৬, হাদীস নং: ১২০৯। আলবানী বলেছেন হাদিসটি দুর্বল।

[30] . সূরা আল-বাক্বারাহ: ২:২৮৩।

25

হালাল উপার্জন করার পাশাপাশি আল্লাহর ভালবাসাও পাওয়া যায়। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦﴾ [آل عمران: ٧٦]

“*[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]*”[31]

তাছাড়া ওয়াদাপূরণ জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে। উবাদা ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اضْمَنُوا لِي سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا أْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أبصاركم وكفوا أيديكم»

‘তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমদেরকে জান্নাতে যাওয়ার যামীন হব, যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পূরণ করবে, যখন আমানত গ্রহণ করবে তখন তা আদায় করবে, তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, তোমাদের চক্ষুগুলো নীচু করে রাখবে এবং হাতগুলো নিয়ন্ত্রনে রাখবে’।[32]

---

[31] . সূরা আলে ‘ইমরান: ৩:৭৬।

[32] . সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২৭১; নাসির উদ্দীন আলবানী, *[illegible] [illegible]*, খ- ৩, পৃ. ৩৩, হাদীস নং ১৪৭০।

26

٥. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

‘‘لا، ‘لكنه لم يتحدث بالتفصيل عن كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، فالزواج هو علاقة بين شخصين لا يمكن أن يكون كل منهما مثل الآخر، لذا يجب أن يكون هناك بعض التفاهم’’[35]

٢. الطلاق

الطلاق أمر مكروه ومبغوض عند الله، لما فيه من تشتيت الأسرة وتفكيك الروابط بين الزوجين، وقد قال الله تعالى:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴾ [النساء: ٥٩]

‘‘لا يجوز، لأنه يتعارض مع مقاصد الزواج التي تهدف إلى تحقيق السكن والمودة والرحمة’’ [36]

٣. حق الزوج في الطلاق

الطلاق حق للزوج، لكنه ليس مطلقًا، فقد قيده الشرع بشروط وآداب، منها أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيه، وأن يكون واحدة، وأن يراجع زوجته في العدة، وقد قال الله تعالى:

﴿ قُلۡ هِيَ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢]

---

[35] . الشيخ ابن عثيمين: ٥:١٢٣

[36] . الشيخ ابن-الشيخ: ٥:١٢٣

‘‘[illegible], ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?’’[37]

- হারাম উপার্জন

হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানা না থাকলে উপার্জনকে শতভাগ হালাল করা যাবে না। সেজন্য কোনটি হারাম উপার্জন তা সম্পর্কেও জানতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ ﴾ [الانعام: ١١٩]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’’[38]

হারাম উপার্জন দুইভাবে হতে পারে : একটি বস্তুগত হারাম অপরটি হলো পদ্ধতিগত হারাম।

[illegible]. [illegible] [illegible]

কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগতভাবেই হারাম। এগুলোকে কোনভাবেই হালাল করার সুযোগ নেই। যেমন : মদ, চুরি করা , অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা , শুকরের গোশত, মৃত প্রাণির গোশত ইত্যাদি।

[illegible]. [illegible] [illegible]

---

[37] . সূরা আল-আ‘রাফ: ৭:৩২।

[38] . সূরা আল-আন‘আম: ৬:১১৯।

29

কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগত হারাম নয় পদ্ধতির কারণে হারাম। যেমন, সুদ, ঘুষ বা উপরি আয় বা বখশিস বা Invisible cost বা speed money, জুয়া, লটারী, ধোঁকা, প্রতারণা, মওজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাচালান, চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, ওযন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি অশস্নীলতা প্রসারকারী ব্যবসা, অশ্লীল নাচ-গান, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবরদখল, লুন্ঠন, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, খেয়ানত, ধাপ্পাবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ইত্যাদি।

৪.৫. হালাল উপার্জনে বর্জনীয়

ক. মিথ্যাচার ও প্রতারণা

মিথ্যা এমন একটি খারাপ গুণ যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা কথা বলে যে উপার্জন করা হবে তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

30

«وَإِيَّاكُمْ وَالْكَـذِبَ، فَـإِنَّ الْكَـذِبَ يَهْـدِي إِلَى الْفُجُـورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ »

''আর তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো , কেননা মিথ্যা নিয়ে যায় পাপ কাজের দিকে , আর পাপকাজ জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ''।[39]

□. □□□-□□□□□

সম্পদ অর্জনে অবশ্যই লোভ -লালসাকে বর্জন করতে হবে। লোভ-লালসা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এ থেকে বিরত থাকার জন্য আলকুরআনে বিশেষভাবে তাকীদ দেয়া হয়েছে।

﴿ أَ□لۡهَىٰكُمُ □لتَّكَاثُرُ ١ حَتَّىٰ زُر□تُمُ □لۡمَقَابِرَ ٢ كَلَّا سَوۡفَ تَع□لَمُونَ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَع□لَمُونَ ٤ ﴾ [التكاثر: ١، ٤]

''প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। কখনো নয় , শীঘ্রই তোমরা জানবে''।[40]

□. □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□

সুদ দেওয়া , নেওয়া বা এর সাথে কোনো ধরণের সম্পৃক্ততা রাখা যাবে না । কেননা কুরআনে এসেছে,

---

[39] . ইমাম মুসলিম , *□□□□*, খ- ৮, পৃ . ৩৫, হাদীস নং ৬৮০৫।

[40] . সূরা আল-তাকাছুর : ১০২:১-৩।

31

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ
ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ
بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ
أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ ﴾ [البقرة:
٢٧٨، ٢٧٩]

‘‘[illegible]’’[41]

[illegible]. [illegible]

ইসলামে যেকোনো ধরণের যুলুম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা যুলুমের ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে। সেজন্য তা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাদীসে এসেছে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

«أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ ، وَلاَ مَتَاعَ لَهُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ ، فَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا ، فَيَقْعُدُ ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ

---

[41] . আল-বাক্বারাহ : ২:২৭৮-২৭৯।

32

حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ، فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»

তোমরা কি জান কপর্দকহীন কে ? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নাই সে হলো কপর্দকহীন। তখন তিনি বললেন , আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো কপর্দকহীন , যে কিয়ামতের দিন সালাত , সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে , অমুককে অপবাদ দিয়েছে , অন্যায়ভাবে লোকের মাল খেয়েছে , সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক আমলনামা দিয়ে দেওয়া হবে।[42]

□. □□□□ □ □□□□□□ □□□

ব্যবসা -বণিজ্য ও সম্পদ অর্জন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই যেকোন ধরণের অপচয় ও অপব্যয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল - কুরআনের ঘোষণা,

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧﴾ [الاسراء: ٢٦، ٢٧]

‘‘আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না।

---

[42] . ইমাম মুসলিম , *□□□□*, খ- ৮, পৃ . ১৭, হাদীস নং ৬৭৪৪।

33

নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ''।[43]

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١﴾ [الاعراف: ٣١]

''[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]''[44]

[illegible]. [illegible] [illegible]

ঘুষ দেওয়া, নেওয়া বা এর সাথে কোনো ধরণের সম্পৃক্ততা রাখার কোনো সুযোগ নেই। কেননা হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ»

''আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহণকারী উভয়কে লানত দিয়েছেন''।[45]

[illegible]. [illegible] [illegible]

---

[43] . সূরা বনি ইসরাঈল : ১৭:২৬-২৭।

[44] . সুরা আল-আরাফ: ৭:৩১।

[45] . আবু দাউদ, *[illegible]*, হাদীস নং ৩৫৮২

34

খেয়ানতের মাধ্যমে যে উপার্জন করা হয় তা অবৈধ। তাই সকল প্রকার খেয়ানত থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»

অর্থ : ''নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্মান নষ্ট করা তোমাদের জন্য হারাম''।[46]

৫. হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিকসমূহ

[illegible]

আল্লাহ তা 'আলা কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে হারাম পথ বেছে নিবে সে আল্লাহর নির্দেশকে অবজ্ঞা করলো এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলো। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল উপায় অবলম্বন করতে হবে। যারা হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না, তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেন,

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ»

---

[46] .সহীহ আলবুখারী :১৭৩৯

35

‘‘[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]’’[47]

[illegible]. [illegible]

হারাম উপার্জন জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

«كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِه»

‘‘‘আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম ’’।[48]

[illegible]. [illegible]

হারাম উপার্জন জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

«يَا كَعْبُ بْنَ عُجْـــرَةَ، إِنَّهُ لَنْ يَـــدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ»

‘‘হে কা ‘ব ইবন উজরাহ , যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তা জান্নাতে যাবে না ’’।[49]

[illegible]. [illegible]

---

[47] . ইমাম বুখারী , *[illegible]*, খ- ৩, পৃ . ৭১, হাদীস নং ২০৫৯।

[48] . নাসির উদ্দীন আলবানী , *[illegible]*, খ- ২, পৃ . ৮৩১, হাদীস নং ৮৬৪৮।

[49] . দারেমী , আস-সুনান , হাদীস নং ২৮১৮।

36

[illegible] [illegible] [illegible] [

৬. হারাম উপার্জন থেকে তাওবাহ

আমাদের উপার্জনের মধ্যে জেনে বা না জেনে অনেক সময় হারাম উপার্জন হয়ে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা তাওবা করার মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে পারি। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ﴾ [التحريم: ٨]

‘‘[illegible]’’[52]

[illegible]

নিজের উপার্জনের মধ্যে হারাম কোনো কিছু থাকলে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনুশোচনা করতে হবে। হারাম উপার্জন করার পর নিজের মনের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব করবে, এজন্য নিজেকে হীন মনে করবে। এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ,

---

৮, হাদীস নং ১০।

[52] . সূরা আত-তাহরীম : ৬৬:৮।

38

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧ ﴾ [النساء: ١٧]

''وقوله وقوله وقوله وقد وقوعه وقوعه وقوله وقوله, وقوله وقوعه وقوله وقد وقد وقوله وقوله وقوعه وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله, وقوعه وقوله''[53]

٥. وقوله وقوعه وقوله وقوله وقد وقوعه وقوله وقوله وقوله

وقوله وقوعه وقوله وقوله وقوعه وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله

([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible]’’[54]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বুঝা বা উপলব্ধির সাথে সাথে হালাল উপার্জন ও হারাম উপার্জনকে পৃথক করে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ قُل لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠٠ ﴾ [المائدة: ١٠٠]

‘‘[illegible], ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’’[55]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হারাম পথে উপার্জন করা মাল নিজের কাছে গচ্ছিত রাখার সুযোগ নেই। বরং তা সওয়াবের আশা না করে কেবল দায়মুক্তির আশায় জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[54] . সূরা আলে -ইমরান : ৩:১৩৫।

[55] . সূরা আল-মায়িদাহ : ৫:১০০।

40

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

‘‘হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত’’।[56]

[illegible]

কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানীর কোনো হক নষ্ট করলে বা মাল হারাম পন্থায় ভোগ করলে তা দ্রুত ফেরত দিতে হবে। কেননা আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ».

---

[56] . সূরা আল-বাক্বারাহ: ২:২৬৭।

41

“যে ব্যক্তি তার নিজ হাতে কোনো মুসলিমের হক খেয়ে ফেলে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন। জান্নাত হারাম করে দেন। একজন লোক প্রশ্ন করলো, যদি তা সামান্য বস্তু হয়। তখন তিনি বললেন, দেখতে যদি তা আরাক গাছের ডাল পরিমাণও হয়।”[57]

[illegible]

কারো কোনো মাল খেয়ে ফেলার পর যদি তা ফেরত দেওয়ার সামর্থ না থাকে, তবে সে মাফ চেয়ে নিবে। কেননা হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ ، أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ ، وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»

‘যদি কেউ তার ভাইয়ের ওপর যুলুম করে থাকে, হোক তা মান-ইজ্জত অথবা সম্পদ বিষয়ক, সে যেন আজই তা থেকে দায়মুক্ত হয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যখন কোনো টাকা পয়সার লেনদেন হবে না। সেদিন যদি তার নেক আমল থেকে থাকে

---

[57] . ইমাম মুসলিম, *[illegible]*, অধ্যায়: বাবু ওয়ীদ মানিক তাতাআ হাক্কা মুসলিমিন বিইয়ামিনিন ফাজিরাতিন বিন নার, হাদীস নং৩৭০।

42

তবে যুলুম পরিমাণ নেক আমল তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি নেক আমল না থাকে তবে মাযলুম ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে তার ওপর চাপানো হবে ’।[58]

[illegible]. [illegible]

বেশি বেশি সদকাহ বা ভাল কাজ করার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা সওয়াবের কাজের মাধ্যমে গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ﴾ [هود: ١١٤]

‘‘[illegible]’’[59]

[illegible]. [illegible]

আল্লাহ তা ‘আলা চান তার বান্দারা আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করুক। আর কোনো বান্দাহ অন্যায় করার পর তার নিকট ক্ষমা চাইলে তা ক্ষমা করে দেন। সেজন্য বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠ ﴾ [النساء: ١١٠]

---

[58] . ইমাম বুখারী , *[illegible]*, অধ্যায় : বাদউল ওহী , হাদীস নং ২৪৪৯।

[59] . সূরা হুদ : ১১:১১৪।

43

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]’’[60]

৭. উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হলো যে, আমাদেরকে হালাল উপার্জনের জন্য উল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। উপার্জন করার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনোভাবেই হারাম উপার্জনের দিকে আমরা না যাই এবং যাবতীয় হারাম উপার্জনের পথ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমনিভাবে সতর্ক থাকতেন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। একদা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এক চাকর তাঁকে কিছু খাবার দিল। খাওয়া শেষ হলে তিনি দাসকে জিজ্ঞেস করলেন,

«فمن أين الطعامُ يا غلام ؟ قال : دَفعه إليَّ أناسٌ كنتُ أحسنتُ إليهم في الجاهلية بكهانةٍ صنعتُها لهم ، وهنا ارتعدتْ فرائصُ الصديق ، وأدخلَ يده في فمه ، وقاء كلَّ ما في بطنهِ وقال : "واللهِ لو لم تخرجْ تلك اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها»

‘‘এটা কোথা থেকে এসেছে? এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য

---

[60] . সূরা আন-নিসা : ৪:১১০।

44

গণনা করেছি। অথচ আমি ভাগ্য গণনায় পারদর্শী নই। আমি লোকটিকে ধোঁকা দিয়েছি। আর সে আমাকে এটা দিয়েছে। আর তাই আপনি এইমাত্র খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ মুখে হাত ঢুকিয়ে বমি করে দিলেন। পেটে যা ছিল সব বের করে দিলেন। অত :পর বললেন, আল্লাহর শপথ , ‘যদি তা বের করতে গিয়ে আমার জীবন দিতে হতো তবে আমি তাই করতাম’ ।’’[61]

আল্লাহ তা ‘আলা আমাদেরকে হালাল উপার্জন করা ও হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

□□-□□□□□।

আল-বুখারী , ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল . (১৪০০ হি .). *□□□□ □□-□□□□□□□.* দেওবন্দ : মাকতাবা মুস্তাফায়ী .

ইমাম মুসলিম . (তা .বি .). *□□□□ □□□□□□*, বিশেস্নষণ : ইমাম নবুভী (র.). কলকাতা: দার আল-ইশা ’আত আল-ইসলামিয়াহ .

তিরমিযী , ইমাম আবু ঈসা . (তা .বি .). *□□□□□ □□□-□□□□□□□□*.. দেওবন্দ

আলবানী, নাসির উদ্দীন , *□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□*

---

[61] . *□□□□‘□□ □□□□□□*, অধ্যায় : মুসনাদ আবি বকর , হাদীস নং ২৭৮০৭।

45

আবু হাতিম , মুহাম্মাদ ইবন হাববান বিন আহমাদ আততামিমী আবাসতী, *[illegible]*

আলবানী, নাসির উদ্দীন , *[illegible]*

আল-বায্যার , আবু বকর আহমাদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক, *[illegible]*

ইবন খুযাইমাহ , *[illegible]*।

<http://dictionary.reference.com/browse/income>, Retrieved August 25, 2012.

সম্পাদনা পরিষদ , *[illegible]* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী , ৫ম পুনর্মুদ্রণ ২০০৩)।

মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম , প্রচলিত ও ইসলামী আইনে উপার্জন প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা , ইসলামী আইন ও বিচার , সংখ্যা :৩০, বর্ষ :৮, ঢাকা থেকে প্রকাশিত

প্রফেসর ড . আবদুল হালিম উমার , আততাওবাতু মিন মালিল হারাম ,আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয় ,মিশর ,১১অক্টোবর ১৯৯৯

ড.মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম , ইসলামে সম্পদ অর্জন , ব্যয় ও বণ্টন , জমজম প্রকাশনী ,ঢাকা ,১ জানুয়ারি ,২০১০

<http://khutabaa.com/index.cfm?method=home.khdownload&kh=4398$1

<http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.ActAudioDownload&AudioID=46854&type=ardoc

<http://d1.islamhouse.com/data/bn/ih_books/single/

46

bn_islam_e_halal_uparjon_gurutto_o_tatporzo.doc